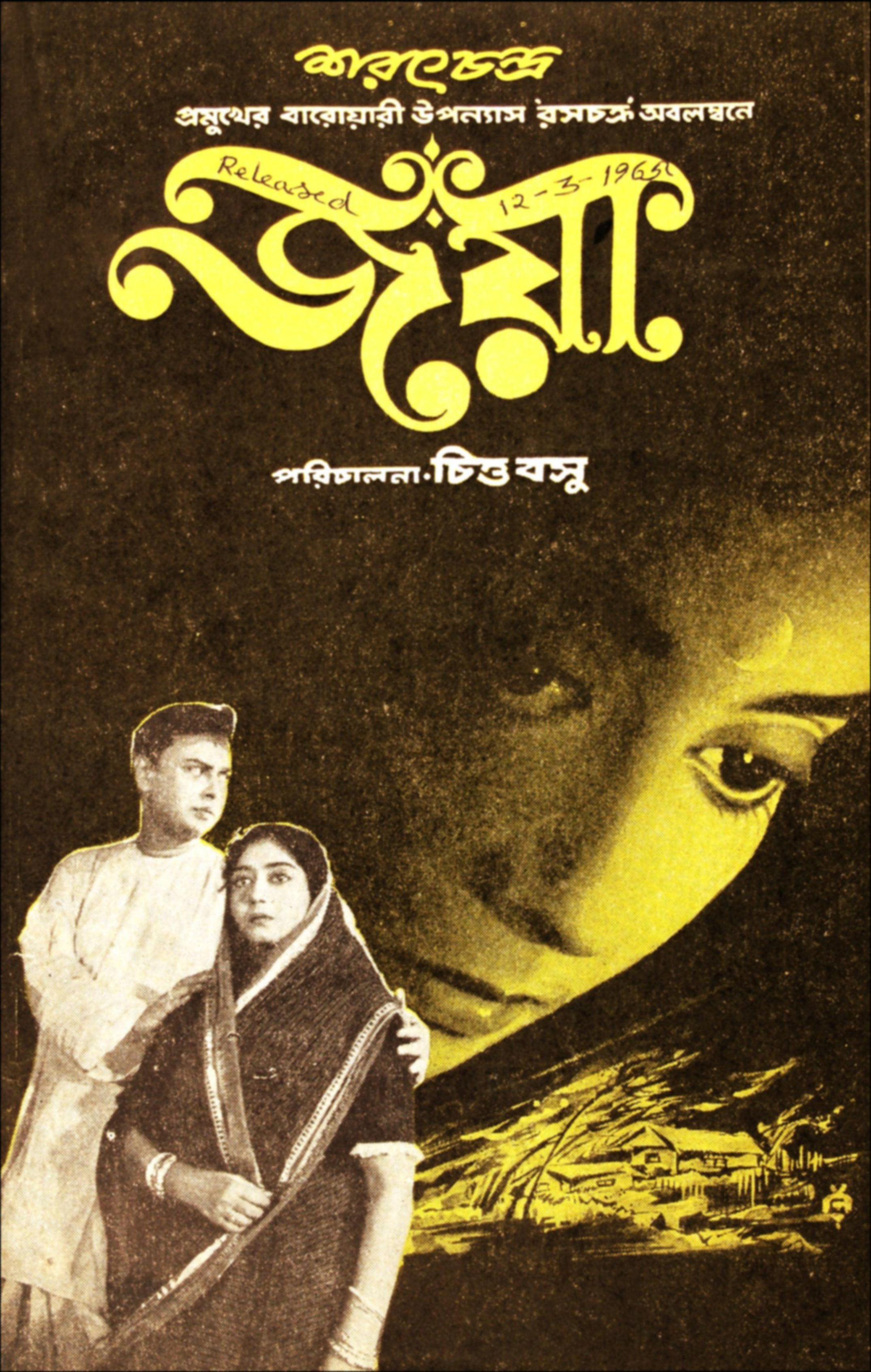
শরৎচন্দ্র
প্রমুখের বারোয়ারী উপন্যাস 'রসচক্র' অবলম্বনে
ভঁয়া
Released 12-3-1965
পরিচালনা·চিত্ত বসু

23.4.65.
Friday

বলাকা চিত্রম্-এর

জয়া

কাহিনী :—শরৎচন্দ্র ।। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। মনোজ বসু । শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ।। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ।। রাধারাণী দেবী । নরেন্দ্র দেব । সরোজকুমার রায়চৌধুরী । জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ।। নরেশ সেনগুপ্ত ।। বিশ্বপতি চৌধুরী ।। রাধিকারঞ্জণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর বারোয়ারী উপন্যাস 'রসচক্র' অবলম্বনে ।।

প্রযোজনা :	পরিচালনা :	সংগীত :
ভূপেন্দ্রমোহন সরকার হরিপ্রসাদ পোদ্দার	চিত্ত বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : মণি বর্মা ॥ গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : সুবোধ ব্যানার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : অন্তর্দৃশ্যে—জে, ডি, ইরাণী ॥ বহির্দৃশ্যে : ইন্দু অধিকারী ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুণর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশ : সুধীর দে খান ॥ প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ রূপসজ্জা : সুধীর দত্ত ॥ মনতোষ রায় ॥ কর্মসচিব : প্রেমনাথ ব্যানার্জী ॥ পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ॥ মৃৎশিল্পী : জীতেন পাল ॥ ব্যবস্থাপনা : শিবু মুখার্জী ॥ স্থিরচিত্র : পিক্স ষ্টুডিও ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও । প্রচার-অঙ্কনে : নির্মল রায় (নির-আর্ট) ॥ গোরাচাঁদ রায় ॥ আর্টিকো ॥ পালিত ॥ এস. বি. কনসার্ণ ॥ অনুপ কর্মকার ॥ ষ্টুডিও কর্মী : দশরথ বিশাল ॥

আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস ॥ মনোরঞ্জন দত্ত ॥ বিনয় ঘোষ ॥ সুখরঞ্জন দত্ত ॥ দেবেন দাস ॥ অনিল সরকার ॥ মংরু মুন্সি ॥ নিশা

নেপথ্যে কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে ॥ আবহ-সংগীত : সুরওশ্রী অর্কেষ্ট্রা

তত্ত্বাবধানে : **তারক রায়**

কাহিনী

ছয় ঋতু—বারোমাস। বারোমাস—ছয়ঋতু। যেন চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ—হ্যাঁ, এই শরতেই বাংলা আর বাঙালী তার মাকে ডাকে—, ডাকে আগমনীর সুরে, বরণ করে ঘরে ঘরে। কেউ অন্তরে, কেউ মন্দিরে, কেউ দেশান্তরে। বরণ করেছে বিরাজপুর—গরম করেছে ঢাক ঢোল আর কাঁসর ঘন্টার একটানা সুর মৈত্র বাড়ীর নাটমণ্ডপ।

বাড়ীর বড় ভাই শিবরতন—জমিদারী সেরেস্তার নায়েব। ধির-স্থির-শান্ত-প্রকৃতি সাদাসিধে সৎমানুষ। তার স্ত্রী মৈত্র বাড়ীর বড় বৌ। ধৈর্য্য-স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে গড়া শান্তির সরোবর। মেজো শম্ভুরতন—পেশায় পেস্কার, নেশায় দাদার অনুগামী—চরিত্রে আত্মভোলা। তদীয় স্ত্রী মেজো গিন্নী কলমের ভাষায় সাক্ষাৎ চণ্ডী। ছোট বিভূতিভূষণ, শ্বাশুরীর যাদুকাঠি—স্ত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত, পেশায় কোলকাতার সওদাগরী অফিসের কেরানী বাবু। তদীয় স্ত্রী-জয়া, শহুরে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। মুখে যার হাসির ফুয়ারা—অন্তরে অনন্ত স্নেহ, মনে প্রাণে নবজাত শিশুর মতো সরল। মৈত্র পরিবারের অন্তরের ধন। সংসারের সুখ যার স্বপ্ন, পরিজনদের হাসিমুখ যার কামনা, পরিবারের প্রতিটি প্রাণী যেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাছাড়া আছেন শিবরতনের মা। শিবরতনের এক ষোড়শী তন্বী গিরিবালা ও শম্ভুরতনের দুই কিশোর পুত্র রাম—লক্ষ্মণ। ছোট বড় দশ জনের সংসার—সুখের-শান্তির নীড়।

পূজো-এলো—পূজো গেল। কিন্তু পরে রইল কিছু ধার দেনা।

এবার পূজোর বোনাস পায়নি বিভূতি—তাই ধার, তাই টানাটানি।

টানাটানি থেকেই জানাজানি হয়, জানতে পারে জয়া। সে আহত হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিজেকে – বোনাস পায়নি! না পেয়ে দেয়নি?

স্বামী তার মিথ্যাবাদী! এযে তার কতো অনুতাপের, কতো ঘৃণার, এ চিন্তা তাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কশাঘাত করতে থাকে। তাই নীরবে ডুকরে কাঁদে জয়া।

দুচোখে তার কান্নার জোয়ার, মনে তার অশান্তির বন্যা। যে বানের টানে ভেসে গেল অনেক কিছুই, জয়াও নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু শেষ টানে ভেসে গেল তার শ্বাশুরী। শেষ রক্ষা কেউ করতে পারলো না।

বৃষোৎস্বর্গ শ্রাদ্ধ হলো মহাধুম-ধামে। জয়ার মা জামাই বাবাজাকে ফুসমন্তর দেন—

„এ মায়ের শ্রাদ্ধ—না টাকার শ্রাদ্ধ ?” জামাই বাবাজী মৌনী হয়ে শ্বাশুড়ীর বৈষয়কি পরামর্শ সমর্থন করেন।

মায়ের শ্রাদ্ধের অতিরিক্ত খরচের চাপে ৭০০৲ টাকা আমানত ভেঙ্গে বিপদগ্রস্ত বড়ভাই তার অন্তরের দাবীটুকুও জানাতে সময় পেলেন না ছোটদের। যদি অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে, সংসারে ফাটল ধরে যায় ?

ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায় জয়ার। সে তার শ্বাশুড়ী মাকে যে কথা দিয়েছিলো—“তিন ভাইয়ের সংসারে কোনদিন ফাটল ধরতে দেবেনা।”

স্বামীর বিশ্বাসে সিঁদ কাটলো জয়া, কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে ভিৎ ফেটে গেল সংসারের।

যে সাতশ টাকার জন্য জয়া চোর, স্বামী তার অপমানিত, ভাসুর ঋণমুক্ত—সেই সাতশ টাকা বিশ্বাসের পুরস্কার পেলেন বড় ভাই। নিয়তির একি নিষ্ঠুর খেলা !

বিভূতিকে ডেকে নগদ সাতশ টাকা হাতে তুলে বলেন শিবরতন— “এই নাও তোমার টাকা, জয়া মার নামে জমি রাখবে এতো আনন্দের কথা, এতে লজ্জা বা লুকোচুরির কি আছে বিভূতি ? তবে জেনে রেখো ভাঙ্গা হাড় কখনো জোড়া লাগে না।”

ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে কি লাগে না, সে খবর কেউ রাখেনি। বিধির বিধান কিনা জানিনা, নিয়তির চক্রান্ত তাও বলিনা, তবে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলায় সব একাকার হয়ে গেল।

বিভূতি জমি কিনেছে তিন বৌ-এর নামে। সে খবরে সোনার কাঠির ছোঁয়া পেল জয়া—সে যে তার মাকে কথা দিয়েছিলো “কথা দিলাম-মা, কথা দিলাম।” মাকে দেওয়া কথা কি সে রাখতে পেরেছে ? পেরেছে কি তিন ভাইয়ের সংসারকে ঠিক রাখতে ?

সঙ্গীত

(১)

নবমী নিশিরে তোর
দয়া নাই রে তোর দয়া নাই।
এতো করে সধিলাম তবু হইলি ভোর
নবমী নিশিরে।
ডম্বরু গুরু গুরু ওই শোনা যায়
ভোলানাথ এলো বুঝি নিতে গিরিজায়।
কী কহিব মনোব্যথা শুধাই মহেশ্বরে
তিনটি দিনের বেশী কন্যা থাকে না কার ঘরে
উমাশশী উদয় হইয়া
অস্ত যেতে চায়।
এমন সোনার প্রতিমাগো ভাসান হইবে জলে
দুকূলকে মা আকুল করে কৈলাসেতে চলে
হাসি দিয়া কান্না কত ঢাকি বিজয়ার ?
মহামায়ার মহামায়ার লীলা বুঝি নাগো
শুধু বলি আর বছরে আবার এসো মাগো।

(২)

কেন, যেতে গেলে যাওয়া যায় না
কী যেন চরণে ধরে ?
তীরে এসে ভাবি থাক ও তরণী
আমি ফিরে যাই ঘরে।
তবে কি আমারই ভুল
কাঁটা ভেবে আমি ফেলেছি ঝরায়ে
মমতায় ফোটা ফুল
নিজে পাপী হয়ে কি প্রসাদ পাবো
দেবতা প্রনাম করে
আমি ফিরে যাই ঘরে
ঘরের লক্ষ্মী ফেলে যদি আঁখি জল
হাজার তীর্থে মেলে কি কখনো
তিলেক পূণ্য ফল ;
কেন যে বোঝেনি মন
নিজে হাতে যারে বরণ করেছি
এ তারি বিসর্জন
আলোর মাঝারে রয়েছি যে আমি
নয়ন বন্ধ করে !
আমি ফিরে যাই ঘরে।।

হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম
রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীদাম
যশোদা জননী বলে যাদু বাছাধন
অষ্টোত্তর শতনাম পেলো নারায়ণ !
দেবযদুবর নামে ডাকে যুধিষ্টির
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুবীর
ব্রজবাসী বলে তুমি ব্রজের জীবন
অষ্টোত্তর শতনাম পেলো নারায়ণ !
নন্দের নন্দন নাম রাখিল শ্রীনন্দ
বৃন্দাদূতী দিল নাম বৃন্দাবন চন্দ্র
দয়ানিধি নাম রাখে আতুর সুজন
অষ্টোত্তর শতনাম পেল নারায়ণ !
মুণি মনোহর নামে বশিষ্ট যে ডাকে
সংসারের সারনাম বিশ্বামিত্র রাখে
ননী চোরা নাম রাখে গোপ বালাগণ
শিশির রখিল নাম গিরি গোবর্দ্ধন ॥

পান কোড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় এসোনা
অমন করে আমার পানে চেয়ে হেসোনা
কেন ? রাগারাগি ভাগাভাগি
তোমার আমার নয়
কন্যা তোমায় মিষ্টি কিছু
বলতে ইচ্ছে হয়
আহা কন্যা তোমায় মিষ্ট কিছু
বলতে ইচ্ছে হয়
কী—
বলবো—
হুঁ ...
জলপড়ে পাতা নড়ে
পাগলা হাতী মাথা নাড়ে
না-না, মস্তো বড় লম্বা শুঁড়ে
শূণ্যে তুলে আছাড় মারে
আহা-হা, নয়ন মেলে তাকাও কন্যা
বুঝো নাকো ভুল
আমি তোমায় দিতে পারি
হলুদ গাঁদার ফুল
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবো
তখন উপায় কী
এইতো ভালো যেমন আছি
থাকবো তেমনটি
বুকে আমার শেল হেনেছে
তোমার মুখের কথা
আমার ব্যথায় বৃক্ষ কাঁদে
কাঁদে বনলতা
আমার চোখের জল নিয়ে যায়
অতল গাঙের ঢেউ—
সেই জলেতেই সিনান কোরো
জানবে নাকো কেউ
কূল হারানো সেই গাঙেরই
মধ্যিখানে চর
সেই চরেতে বসবে ভালো শিব সদাগর !

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

৺রাধেশচন্দ্র রায় ।। ভেন্টুজ ষ্টুডিও (বহরমপুর) ।। পাইওনিয়ার টিউবওয়েল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ (তপসিয়া) হবিবর রহমান, অঞ্চল প্রধান (সূর্যপুর)

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : উজ্জল ব্যানার্জী । পঙ্কজ ঘোষ ।। তরুণ মৈত্র ।। চিত্রগ্রহণে : অমিয় সেনগুপ্ত । সম্পাদনায় : জয়দেব দাস ।। সংগীতে : রবি রায়চৌধুরী শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ ।। জ্যোতি চ্যাটার্জি ।। প্রচারে : পিন্টু দত্ত ।। রূপসজ্জায় : বিজয় দাস ।। বিল্লু রাণা ।। ব্যবস্থাপনায় : হরি সরকার ।। জগদীশ মজুমদার ।। পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ।।

বিশ্ব-পরিবেশক :

এস, বি, ফিল্মস্

চরিত্র-চিত্রণে :

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সন্ধ্যারাণী ॥ অনিল চট্টোপাধ্যায় ॥ অনুভা গুপ্তা ॥ পাহাড়ী সান্যাল ॥ তরুণকুমার ॥ অনুপকুমার ॥ লিলি চক্রবর্ত্তী

মলিনা দেবী ।। গীতা দে ।। মীরা দেবী ।। গৌর শী ।।
প্রেমনাথ ।। বিদ্যুৎ গোস্বামী ।। মন্মথ
মুখার্জী ।। মাষ্টার সুমন ।। তপন ।।
দেবপ্রিয় এবং আরো
অনেকে ।।

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী একটি রহস্যঘন ও রসমধুর চিত্র !

এস, বি, ফিল্মস্, ৬নং ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলি-১৩ এর পক্ষে শ্রীরঞ্জিৎ কুমার মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং ক্র্যাফ্টস, কলি-১২ হইতে মুদ্রিত।